যে হাতে সেবা, সেই হাতেই স্কুল-সাফাই প্রবাসী বাঙালির

অরুণ মুখোপাধ্যায় ● বোলপুর

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি নামজাদা তেল সংস্থার উঁচু পদের এক বাঙালি চাকুরে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেন। শুধু দেখেন না, কাজে করেও দেখান। নিজের 'সীমিত' সাধ্যে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা দেওয়ার লক্ষ্যে বোলপুরে তিনি সেলাই স্কুল চালাচ্ছেন। দুঃস্থ ছেলেদের পড়ার খরচও জোগাচ্ছেন। খুলেছেন নিখরচার কোচিং সেন্টার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। চালাচ্ছেন দাতব্য চিকিৎসালয়ও।

শুধু সেবা নয়, নিজের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার দিকেও সমান মনোযোগী দেবপ্রসন্ন চৌধুরী। সে জন্য বিদেশ থেকে বোলপুরে এলেই বিভিন্ন স্কুলে সাফাই অভিযানে নেমে পড়েন। সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি বোলপুর হাইস্কুলে গিয়ে দেখা মিলল এই প্রবাসী বাঙালির। জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে হাত লাগিয়েছেন। তার মধ্যেই বললেন, "বোলপুরের কাছে পাঁচশোয়া গ্রামে আমার আদি বাড়ি। মনে হয়েছে এখানকার জন্য কিছু করা দরকার। সেই চেষ্টাই করছি।"

তেল সংস্থায় চাকরির পাশাপাশি সে-দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ে এমবিএ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেসি পড়ান দেবপ্রসন্নবাবু। স্ত্রী-ও সে দেশের হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। সব মিলিয়ে রোজগার প্রচুর। সে অবশ্য অনেকেই করেন। কিন্তু ফি-বছর দুঃস্থদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'জন করেন? এখানেই ব্যতিক্রমী বছর তিপ্পান্নর এই ভদ্রলোক, যাঁর একটাই ব্রত, "যত জনকে পারব, সমাজে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাব।"

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রাক্তন ছাত্র তাঁর প্রয়াত বাবা কালীপ্রসন্ন

স্কুল সাফাইয়ে ব্যস্ত দেবপ্রসন্নবাবু। — বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

চৌধুরীর নামে বোলপুরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাচ্ছেন গত ১০ বছর ধরে। ওই বাড়িতেই বর্তমানে তাঁর মা-ও থাকেন। সেখানে সপ্তাহে ছ'দিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নিখরচায় রোগী দেখেন। ওষুধ বিলি করা হয়। দুঃস্থ শিশু রোগীরা পায় আহার-পথ্য।

প্রায় এক দশক ধরেই মা পূর্ণিমাদেবীর নামে দেবপ্রসন্নবাবু একটি সেলাই স্কুলও চালাচ্ছেন। প্রতি বছর ৬০ জন দুঃস্থ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়। বোলপুরের ঘাটোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নিতু দাস বললেন, "আমার স্বামী রং মিস্ত্রির কাজ করেন। উপার্জন খুবই কম। আমি সেলাইয়ের কাজ শিখে আর মেশিন পেয়ে দু'বছর ধরে সংসারটার হাল ধরেছি। আমার ষষ্ঠ ও দশম শ্রেণির ছাত্রী দুই মেয়ে দেবপ্রসন্নবাবুর কোচিং সেন্টারেই বিনা পয়সায় পড়াশোনা করে। সব মিলিয়ে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি।"

গত বছর থেকে একটি অবৈতনিক কোচিং সেন্টার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খুলেছেন দেবপ্রসন্নবাবু। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের দু'শো গরিব ছাত্রছাত্রীকে ১১ জন শিক্ষক পড়ান ওই কোচিং সেন্টারে। শিক্ষকদের নিজের পকেট থেকেই মাইনে দেন দেবপ্রসন্নবাবু। এ বছর মার্চ থেকে শুরু করছেন অবৈতনিক জুনিয়র হাইস্কুল। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও বিনা ব্যয়ে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। প্রতিদিন তিনটি ব্যাচে ৬৬ জন প্রশিক্ষণ নেন। তেমনই এক ছাত্র রাজন দাস বলেন, "আমি আর দাদা কলেজ পাশ করার পরে এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। এখানেই চাকরি করছি।" রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে কয়েক জন দুঃস্থ ছাত্রকে আর্থিক সাহায্যও করে চলেছেন দেবপ্রসন্নবাবু। ওই মিশনের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ জানিয়েছেন, ১৯৯৩ সাল থেকেই কিছু ছাত্রকে দেবপ্রসন্নবাবুর অর্থ-সাহায্য দিচ্ছেন। কলকাতায় এলে এখানেও আসেন। বোলপুর হাইস্কুলের টিচার-ইন-চার্জ সুপ্রিয় সাধু বলেন, "খুবই উৎসাহমূলক কাজ করছেন দেবপ্রসন্নবাবু। এই স্কুলের কয়েক জন দুঃস্থ ছাত্রও তাঁর কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করছে।"

এই বিরাট কর্মকাণ্ড সামলানোর দায়ভারও নিজের ঘাড়ে। বছরে চার বার বোলপুরে এসে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কি না, তা দেখে যান দেবপ্রসন্নবাবু। তাঁর বিশ্বাস, নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া পড়ুয়ারাও আগামী দিনে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।